CYMK

বাসের মধ্যে জখমমায়ের বুকের উপর পাঁচ বছরের মৃত শিশু

বাস উল্টে মৃত ২, জখম ৫০, বিক্ষোভ

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে চলছে উদ্ধার কাজ।

হাসপাতালে সন্তানহারা রূপাদেবী।

আহতদের পাশে পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

বাস দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির আরামবাগের জয়রামপুর এলাকায়। দুর্ঘটনার পরেই একদিকে যখন উদ্ধার কার্য চলছে তখন এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ি করে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মানুষজন। জানা গেছে, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুজনের। আহত কমপক্ষে ৫০জন। তাদের মধ্যে ২২জন মহিলা ও দুই শিশুসহ ৩৯জনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পরেই ঘটনাস্থল ও আরামবাগ মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন আরামবাগ এস ডি পি ও কৃশানু রায়, আরামবাগ থানার আই সি শান্তনু মিত্র। এছাড়াও হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার তদারক করেন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী ছাড়াও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ঘটনার সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক হল জখম সংজ্ঞাহীন মায়ের বুকের উপর থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর পাঁচ বছরের শিশুর মৃতদেহ। জানা গেছে, ওই শিশুর নাম রাকেশ প্রামানিক। বাড়ি পুরশুড়ার কুলবাতপুর গ্রামে। বাবা শ্রীকান্ত প্রামানিকের এলাকায় একটি সেলুন আছে। এছাড়াও তাঁদের একটি ১০ মাসের মেয়ে আছে। জানা গেছে, শ্রীকান্তবাবুর স্ত্রী রূপাদেবীর ভাইয়ের বিয়ে মঙ্গলবার। এই উপলক্ষ্যে রূপাদেবী তাঁর ছেলে রাকেশ এবং ১০ মাসের মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি খানাকুলের ঘোষপুরে যাচ্ছিলেন। তারকেশ্বর-বন্দর ওই এক্সপ্রেস বাসেতে চড়েছিলেন। মেয়েকে কোলে নিয়েছিলেন। আর রাকেশ দাঁড়িয়েছিল মায়ের পায়ের কাছে। তারপর বাসটি যখন আরামবাগের জয়রামপুর এলাকায় পৌঁছায় তখন হঠাৎই নাকি একটা গোরু সামনে চলে আসে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বাসটি রাস্তার ধারের নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। কাদায় ও জলে পড়ে যাওয়ায় বাসের মধ্যে থাকা কমবেশি অনেকেই আহত হন। স্থানীয় মানুষ চিৎকার, চেঁচামেচি শুনে উদ্ধারের জন্য ছুটে যান। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মাধব চৌধুরী জানালেন, প্রথমে বিকট শব্দ, তারপর আর্তচিৎকার শুনে ছুটে যাই। এরপর আরও অনেকের সঙ্গে আমিও বাসের মধ্যে থাকা আহতদের উদ্ধার করে বের করে আনি। আর এক উদ্ধারকারী জানান, বাসের ভিতর কাদার মধ্যে এক জায়গায় মায়ের বুকের উপর পড়েছিল পাঁচ বছরের রাকেশ। মা জীবিত থাকলেও রাকেশ ততক্ষণে মারা গেছে। তড়িঘড়ি দুজনকেই উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে তাঁদের ১০ মাসের বাচ্চাটি তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। এরপর খবর পেয়ে আরামবাগ হাসপাতাল চত্বর থেকে এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড এবং আরামবাগ থানার বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু পুলিশকে দেখেই এলাকার মানুষ ক্ষোভে পড়েন। তাঁদের বক্তব্য, ওই এলাকাতেই পুলিশ নিয়মিত চলন্ত গাড়ি থেকে টাকা আদায় করে। আর তা ফাঁকি দিতেই ওই এলাকায় বাস ও লরির চালকরা দ্রুত গতিতে বেড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাই এদিন এলাকার মানুষ পুলিশকে দেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। যদিও স্থানীয়রাই বিক্ষোভকারীদের শান্ত করেন। এরপর ক্রেন এনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে নয়ানজুলি থেকে তোলা হয়। সেখানে রাকেশ ছাড়াও আর এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তবে এদিন বিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। এদিকে খবর পেয়েই আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছান আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী প্রমুখ। তাঁরা আহতদের যাতে দ্রুত চিকিৎসা শুরু হয় সে ব্যাপারে নজর দেন। ওই বাসেই ছিল রেজাউল চৌধুরী নামে এক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কিশোর। তার বাড়ি পুরশুড়ার রাউতাড়া এলাকায়। সে তার মা আসপিয়া খাতুনের সঙ্গে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে রক্ত নিতে আসছিল। কিন্তু দুর্ঘটনায় পড়ে মা ও ছেলে দুজনেই জখম হন। অন্যদিকে আরামবাগের পিরিজপুরের টগরী বাগ বলেন, আমি আরামবাগে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলাম। বাসটি খুব দ্রুত ছুটছিল। বাসটি যখন জয়রামপুরে পৌঁছায় তখন সেটি হঠাৎই থমকে যায়। তারপর বিকট শব্দে সেটি উল্টে যায়।

এরপর আর কিছু বুঝতে পারিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাসটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিল। কিন্তু কোনও কারণে চালক দ্রুত ব্রেক কষে। আর তার জেরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে যায়। এই ঘটনার পর এলাকার মানুষ রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনের স্পিড লিমিট নির্দিষ্ট করে দেওয়ার দাবি তোলেন। আর সেই স্পিড লিমিট না মানলে বাসচালকদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান।

তিন থানায় চলছে সিভিক ভলেনটিয়ারদের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী সিভিক ভলেনটিয়ারদের ভাতা বৃদ্ধি ও তাঁদের প্রশিক্ষণের নির্দেশ ছিল অনেক আগেই। এবার তা কার্যকর হতে চলেছে। রাজ্যের অন্যান্য থানার পাশাপাশি তারকেশ্বর, ধনেখালি, হরিপাল থানার সিভিক ভলেনটিয়ারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হল। সোমবার ধনেখালি থানার ৩৭৫জন সিভিক ভলেনটিয়ারের প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হয়েছে। ধনেখালির হারপুর ও ধনেখালি কিষাণমান্ডিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করলেন থানার পদস্থ অফিসারগণ। অপরদিকে তারকেশ্বরে ৫০০জন সিভিক ভলেনটিয়ারদের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে মোহনবাটী ময়দানে। ১৮দিন চলবে এই প্রশিক্ষণ শিবির। তিনটি ভাগে ৫০০জন সিভিক ভলেনটিয়ারকে প্রশিক্ষিত করে তুলবেন উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। অন্যদিকে হরিপাল থানার ৪০১জন সিভিক ভলেনটিয়ারকে পিটিটিআই স্কুলে ও হরিপাল গুরুদয়াল স্কুলের মাঠে প্রশিক্ষণ চলছে।

প্রত্যেকটি থানায় পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন সিভিক ভলেনটিয়ার। প্রশিক্ষণের অভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন তাঁরা। এবার প্রশিক্ষণের ফলে সেই সমস্যার দূর হতে চলেছে বলে আশা সিভিক ভলেনটিয়ারদের। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী মাসে ৮ হাজার টাকা বেতন হওয়ায় খুশির হাওয়া সিভিক ভলেনটিয়ার মহলে।

ডানকুনিতে তিন ট্রাক পাচারকারী ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হুগলির ডানকুনি থানার মাইতিপাড়া থেকে তিন আন্তঃরাজ্য ট্রাক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল ডানকুনি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে কুলদীপ সিং ও প্রভাস সাহার বাড়ি ডানকুনি এবং আলি আকবরের বাড়ি হাওড়া। ধৃতদের সোমবার শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বিশেষ সূত্রে জানা যায়, গত আড়াই বছরে ডানকুনি থানায় প্রায় ৫০টি ট্রাক চুরির অভিযোগ হয়েছে। সম্প্রতি ডানকুনি থানার আই সি বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতায় ট্রাক পাচারকারীরা সাবধান হয়ে যায়। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডানকুনি থানার পুলিশ ২৩ কেজি গাঁজা সমেত ওই ট্রাকটি আটক করে। তখনই ধরা পড়ে যায় তিন ট্রাক পাচারকারী। জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে ট্রাক চুরি করে ডানকুনিতে নিয়ে আসত। আসার পথে সমস্ত মাল বিক্রি করতে দিত। তারপর খালি ট্রাকগুলিকে গুয়াহাটীতে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে বিক্রি করত। জানা গেছে, ট্রাকগুলি আসাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ইত্যাদি রাজ্যে নম্বর প্লেট পাল্টে চলাচল করছে।

ছিনতাইয়ে বাধা, আক্রান্ত মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ ছিনতাইয়ে বাধা পেয়ে মাদক আসক্ত যুবকের মারে গুরুতর জখম হলেন এক গৃহবধূ। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ডানকুনি স্টেশনে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নন্দনকানন বিধানপল্লীর বাসিন্দা বছর ২৪-এর সুপর্ণা সাঁতরা লিলুয়ায় আত্মীয়ের বাড়ি যাবার জন্য ট্রেন ধরতে ডানকুনি স্টেশনের ৩নং প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বছর ২০-এর এক মদ্যপ যুবক ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে সুপর্ণাদেবীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎই যুবকটি সুপর্ণাদেবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি দিয়ে এলোপাথারি মারতে শুরু করেন। মহিলাকে মারধর করতে দেখে স্থানীয় অপেক্ষারত অন্যান্য ট্রেন যাত্রীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এরপর যুবকটি স্টেশনে অপেক্ষারত আরও কয়েকজন যাত্রীকে মারধর করতে থাকে। প্রকাশ্যে এই ঘটনায় যাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ধরে ফেলেন স্টেশনের উপর মারধর করতে শুরু করেন। স্টেশনে কর্তব্যরত রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে আটক করে। স্টেশন চত্বরে প্রকাশ্যে এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর মহিলাকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। গৃহবধূর পরিবারের পক্ষ থেকে রেল পুলিশের কাছে হামলার অভিযোগ করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বর্ধমানের পোড়াবাজার এলাকার বাসিন্দা ওই যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ধৃত যুবকের কাছ থেকে মাদক উদ্ধার করে। ওই গৃহবধূর স্বামী সুরজিৎ সাঁতরা জানান, আমি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী আত্মীয়ের বাড়িতে যাবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। যাত্রীভরা স্টেশনে এইভাবে মহিলাদের উপর হামলায় যাত্রীরা নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠেছে।

দলীয় কর্মীদের মারধর বন্ধ করতে থানার দ্বারস্থ গোঘাট সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ দলীয় কর্মীদের মারধর বন্ধ করার দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হল সিপিএমের গোঘাট ১ ও ২নং এরিয়া কমিটি। এই কমিটির পক্ষ থেকে গোঘাট থানায় এক আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সকলের মত প্রকাশের অধিকার করা আছে।

কিন্তু কিছু মানুষ জোর করে সেই অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম জয়দেব খেটো (৫৫)। বাড়ি হুগলির পুরশুড়া থানার হরিহর গ্রামে। জানা গেছে, রবিবার রাতে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি বাড়ির পাশেই নিজের গোয়ালে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস দেন। পরিবারের লোক সকালে গোরু বার করতে গিয়ে তাঁর ঝুলন্ত দেহটি দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুরশুড়া থানার পুলিশ সোমবার তাঁর দেহটি আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অন্যদিকে মানসিক অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন আর এক ব্যক্তি। মৃতের নাম দশরথ মান্না (৫৮)। বাড়ি হুগলির খানাকুল থানার ঠাকুরানীচক গ্রামে। জানা গেছে, দশরথবাবু এর আগেও মানসিক অবসাদের জেরে তিনবার গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু রবিবার রাতে পরিবারের লোকজন খাওয়ার পর ঘুমাতে যান। সেই সুযোগে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে বাড়ির সিলিং-এর তাল কাঁড়িতে গলায় দড়ি দেন। পরিবারের লোকজন সকালে দেখে তাঁকে উদ্ধার করে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাইকের ধাক্কায় মৃত প্রৌঢ়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। মৃতার নাম প্রতিমা দাস (৫৩)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের কোটা গ্রামে। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রবিবার গৃহপালিত পশুদের নিয়ে মাঠ থেকে ফিরছিলেন। তখনই কোটা ও দেওয়ানচক যাওয়ার রাস্তার উপর একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। পরিবারের লোক গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সোমবার সকালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামী সুভাষ দাস জানান, তাঁর তিন ছেলে ও এক মেয়ে। সুভাষবাবু নিজে দিনমজুরের কাজে করেন। পুলিশ বাইকটিকে আটক করেছে।

ট্রেন থেকে পড়ে জখম যাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ সোমবার ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বাহিরখণ্ড স্টেশনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আপ তারকেশ্বর লোকালে বাহিরখণ্ড স্টেশনে সকাল ৯.৩০ মিনিটে ট্রেন থেকে পড়ে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। স্টেশনে আহত অবস্থায় কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পরে রেল পুলিশ তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে বছর চল্লিশের অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তিকে। হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আহত ব্যক্তি জানান, তাঁর নাম জামাল খাঁ, বাড়ি হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে। কিভাবে ওই ব্যক্তি স্টেশনে পড়ে গেল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আহত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্ঘটনার খবর জানানো হয়।

বিশ্বকাপ জ্বরে ফুটবলে মেতে উঠেছে গোঘাটের কচিকাঁচারা

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেসি, রোনাল্ডরা না থাকলেও গোঘাটের প্রতিটি প্রান্তে কচিকাঁচারা মেতে উঠেছে ফুটবলে। তারকাদের না থাকার কারণে বিশ্বকাপের জৌলুষ অনেকটাই কমেছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে প্রায় প্রতিটি গ্রামে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখে কচিকাঁচাদের ফুটবলের প্রতি তৈরি হয়েছ উন্মাদনা ও আগ্রহ। বিশ্বকাপ চলাকালীন প্রতিদিন সকাল বিকাল গোঘাটের বিভিন্ন গ্রামের ফুটবল মাঠগুলিতে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দলের জার্সি গায়ে দিয়ে বুট পায়ে ফুটবল নিয়ে ছুটে চলেছে আগামী দিনের মেসি বা রোনাল্ডরা। তাদের দু'চোখে বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই গোঘাটের কামারপুকুর, শ্রীপুর, ভিকদাস, হাজিপুর, শাওড়া, নকুণ্ডা, কুমারগঞ্জ বিভিন্ন মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে কিশোরের দল খেলার জন্য হাজির হচ্ছে। বিশ্বকাপ জ্বরে দোকানে দোকানে বিক্রি হচ্ছে খেলার সরঞ্জাম। কামারপুকুরের লাহাবাজারে খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা স্বপন লাহা জানালেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে খেলার সাথে যুক্ত ছিলাম। এখনও আছি। লক্ষ্য করছি, বিশ্বকাপের জন্য ফুটবল, বুট, জার্সি ইত্যাদি বিক্রি বেশ ভালোই হচ্ছে। চাহিদাও বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন দলের জার্সি। তার মধ্যে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার জার্সি বেশি বিক্রি হচ্ছে। ফুটবল বিক্রিও অনেক বেড়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই মোবাইলের যুগেও এত ফুটবলারদের জার্সি বিক্রি হচ্ছে দেখে ভাবতেও অবাক লাগছে। আশা করব, বিশ্বকাপ যেন প্রতি বছর হয়। তাহলে বাড়ির কচিকাঁচারা খেলা নিয়ে আরও মেতে ওঠার সুযোগ পাবে।

এদিকে কিছু অভিভাবকও এব্যাপারে খুশি। কারণ বর্তমান প্রজন্মের কচিকাঁচারা সবসময়ই মোবাইল ফোনের জ্বরে আক্রান্ত। সেই সব ছেলে খেলার মাঠের দিকে যাচ্ছে এটা খুবই ভালো লক্ষণ। এতে শরীরস্বাস্থ্য ভালো থাকবে, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনাও করতে পারবে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগ্নষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।

CYMK